হাসিনা ও খালেদা সমাচার

দুই নেত্রীর কেউ হার মানবে না। যে কোনো উপায়ে ওনাদের ক্ষমতা চাই। দেশবাসীকে জিম্মি করে হোক বা লাশের বিনিময়ে হোক। দু'জনার জেদ এক। দু'জনই পুঁজিবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এবার দেখা যাক দুই নেত্রীর কিছু পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় কি না। 'শেখ হাসিনা' এবং 'খালেদা জিয়া' দু'জনার নামই পাঁচটি অক্ষর দিয়ে তৈরি, তাই শক্তিতে সমান সমান। দু'জনার নামে একটি করে ' ে ' (এ-কার) আছে। এবারও সমান সমান। দু'জনার নামে একটি করে ' ি ' (ই-কার) আছে। সমান না হয়ে যায় কই! শেখ হাসিনা'র নামে দুইটি ' া ' (আ-কার) এবং খালেদা জিয়া'র নামে তিনটি। অনেক কষ্ট করে ' া '(আ-কার)-এর পার্থক্য পাওয়া গেছে। খালেদা জিয়া ৩-২ ' া ' (আ-কার)-এ এগিয়ে গেলেন। ' া ' (আ-কার) হচ্ছে স্বরবর্ণের দ্বিতীয় অক্ষর 'আ'। এই 'আ' দিয়ে খালেদা জিয়ার কিছু শব্দ দেয়া হল— আপোসহীন, আলটিমেটাম, আগাম নির্বাচন।

মোদাচ্ছেরুজ্জামান মিলু
কলেজপাড়া, গাইবান্ধা

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

এখন চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে। এ ব্যাপারে, যদিও সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে একটা প্রধান বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইদানীং আমাদের দেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের নামে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, একাডেমী, স্কুল এসব বিভিন্ন নামে গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠান কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নয় এবং ভালো শিক্ষকও নেই। যেনতেন ভাবে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সফল করাই এদের কাজ। আমাদের মত হাজার হাজার শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়তই এদের কাছে প্রতারিত হচ্ছে। আর তারা হাতিয়ে নিচ্ছে লক্ষ-কোটি নিরীহ জনগণের টাকা। এসব প্রতি-ষ্ঠানের কান্ড কারখানা লিখে শেষ করা যাবে না। তাই সরকার তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি অতিসত্বর তদন্ত সাপেক্ষ এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করুন।

মনিকা, জেসমিন, সাগর, আমান
লালখান বাজার ও নাসিরাবাদ
আবাসিক এলাকা , চট্টগ্রাম

আর কত?

চাকরির জন্য যে সব বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় ন্যূনতম ২, ৫, ৭ বছরের অভিজ্ঞতা। আমরা যারা ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য পাস করে বের হচ্ছি তারা এসব অভিজ্ঞতা পাবো কোথায়? এ ব্যাপারে আমাদের অনেকেই অনেক লিখেছেন, লিখছেন, আরো লিখবেন। কিন্তু মনে হয় না কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে। বর্তমানে যারা কর্তৃপক্ষ সেজে বসে আছেন প্রথম চাকরি জীবনে আপনারা অভিজ্ঞতা কোথায় পেয়েছিলেন তা যদি আমাদেরকে জানান তাহলে আমরা আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। Please জানাবেন কি? এসব নিয়ে ভাববার আসলে কি কেউ নেই?

মিজানুর রহমান
শুলক বহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

পাহাড়ে হচ্ছেটা কি ?

১৯৯৭ সালে পাবর্ত্য শান্তিচুক্তি হওয়ার পর সচেতন মানুষ মাত্রই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। ভেবেছিলেন, এবার পাহাড়ে সত্যিই ফিরে আসবে শান্তি। সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমগুলোও ফলাও করে প্রচার করে যাচ্ছিল উন্নয়ন আর শান্তির জোয়ারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেসে যাওয়ার খবর। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল নতুন করে অশান্তি ও সন্ত্রাসের কথা। তবে শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের আসল অবস্থা তুলে ধরেছিল ২০০০ তার রিপোর্টে। আর বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪৬-এর প্রচ্ছদ কাহিনীতে জানতে পারলাম মাসব্যাপী দীর্ঘ অপহরণ ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং প্রশাসনের বিদ্যমান চরম বিশৃঙ্খলার কথা। ধোঁয়াটে এবং জটিল পুরো অপহরণ ও উদ্ধার প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে ২০০০-এর ধারাবাহিক ঘটনা বিবরণে পরিষ্কার হয়ে গেছে পুরো ব্যাপারটি এবং সেই সাথে সরকারের অবস্থান ও কার্যাবলীও। পরিশেষে গোলাম মোর্তোজা ও সাপ্তাহিক ২০০০কে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ফারজানা ইয়াসমীন সোনালী
ইংরেজি বিভাগ, ১ম বর্ষ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বধির হওয়াই ছিল ভালো

একটা প্রচলিত কথা আছে 'শত্রুকে কিছুই না করতে পারলেও তার ঘাড়ে একখানা ভেজা গামছা রাখতে পারলেই লাভ।' হরতালও এখন ওই অর্থেই প্রয়োগ হচ্ছে। সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য সারা দেশের মানুষকেই করা হয় জিম্মি। ক্ষমতার লিপ্সা মানুষকে কতটা নিচে নামাতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের রাজনীতিবিদরা। দেশ রক্ষার নামে হরতাল ডেকে দেশকে ধ্বংস করা হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা দেশকে ভালোবাসে না তারা কেন দেশের মানুষকে ভালোবাসবে? আমরা আমাদের মানসিকতার মধ্যে বপন করে রেখেছি অন্যের প্রতি অবজ্ঞার বীজ। তার জন্যই আমাদের আত্মসম্মান বোধও দিন দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। অবাক লাগে, দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাগত যোগ্যতা, জন্ম তারিখ নিয়ে প্রতারণা করার পরও আমরাই দেশনেত্রী বলে তালি বাজাই। আবার দেখি, স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকের অভাবে ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারছে না। অথচ প্রধানমন্ত্রী ডিগ্রির মালা গলায় দিয়ে 'তাইরে নাইরে' জপতে থাকে। এসব দেখা, শোনার চেয়ে অন্ধ, বধির হওয়াই ভালো ছিল। তবে হ্যাঁ, বাঙালি পারেও বটে!

Adeeb Mahmood, Kuwait, E-Mail- Adeeb mahmood@yahoo.com

একটি আবেদন

প্রসঙ্গ মদিনা ঘোষণা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হজ পালনের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে মদিনায় প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের সমাবেশে যে ঘোষণা দিলেন তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। আর যে মনোভাব নিয়ে আমার ধন্যবাদ জানানোর ইচ্ছা জাগল তা যদি এই স্বাধীন ভূখন্ডের প্রায় তেরো কোটি মানুষের মনোভাবের সাথে নাও মিলে, তবুও একটা বিষয়ে এই ভূখন্ডের মানুষের মনোভাবে কিছুটা হলেও নমনীয় ভাব আসবে। আর সে বিষয়ে আমার যুক্তি হল— এই স্বাধীন ভূখন্ডের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এই মুসলমান সম্প্রদায় আমরা যেই স্থানকে পুণ্যভূমি মনে করি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেই জায়গার ঘোষণাকেও মূল্যায়ন করলেন না। এই মূল্যায়ন না করাটা আমি যদি একটু অন্যদিকে নেই, তাহলে আমার মনে হয় ভুল হবে না। সাম্প্রতিক কালে এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে পরিকল্পিতভাবে আঘাত হানা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের বাবরি মসজিদ থেকে শুরু করে আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং সম্প্রতি ভারতের বিহার, পশ্চিমবঙ্গের মসজিদে শূকরের মাংস ছোঁড়া, কোরআন শরিফে আগুন ইত্যাদি। সেই সূত্রেই আমাদের দেশে ফতোয়া নিষিদ্ধ, তার সাথে যোগ হল মদিনা ঘোষণার অবমূল্যায়ন।

মোঃ জিল্লুর রহমান (রিপন), কৃষ্টপুর, স্বপন ভিলা, ময়মনসিংহ

দায়িত্বশীলতা!

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ-৩, সংখ্যা ৪৬-এর ফোরাম-এ প্রকাশিত 'বন্ধ হোক প্রতারণা' শীর্ষক পত্র লেখককে বলছি, যে দেশের সরকারের প্রধান নির্বাহী বিশ্বাস করেন পাথরে ভাগ্য পরিবর্তন হয়, সে দেশে এ ধরনের প্রতারকরা আরো উৎসাহিত হয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর মত পত্রিকাও 'রাশিফল অ্যালবাম' নামের একটি সংখ্যা ছেপে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার অপচয় করে। এই সংখ্যায়ই আজিজ মোহাম্মদ ভাই সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কেন? আ. মোঃ ভাই সম্পর্কে সবাই মোটামুটি জানে। ২০০০ কি রেল স্টেশনের সস্তা টাইপের ম্যাগাজিন হতে চাইছে! আমরা ২০০০-এর কাছে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা আশা করি। লিয়াকত হোসেন খোকনের 'গ্রাম বাংলার মেলা' সম্পর্কে লেখাটি পড়েছি। এটা কি তার নিজের করা প্রতিবেদন, নাকি বিভিন্ন বই, পত্রিকা, সাময়িকী থেকে ধার করা? এ প্রশ্ন উত্থাপন করার কারণ— জনাব খোকন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাময়িকীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ সম্পর্কিত লেখা লিখেছেন, যেগুলো মূলত কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ভ্রমণ-সঙ্গী' নামক একটি বই থেকে ধার করা। অথচ কোনো লেখায়ই তিনি সংকলিত কথাটি উল্লেখ করেননি। যদিও এটাই স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ।

মনোজ ভৌমিক
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

কাক চতুরই বটে

কাক এবং পাতিশিয়ালের চালাকির গল্প পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার পড়েছি বটে, কিন্তু এবার স্বচোখে দেখলাম। দিনটি ছিল রবিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। আমরা কয়েকজন ভুগিছ জংশনের কাছে পার্কে (সড়ক দ্বীপ) বসে গল্প করছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম চৌরাস্তার এক কোণে লাইট পোস্টের ওপর একটি কাক বসে চলন্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। খোরশেদ বলল, কাকটি কি গাড়ি দেখছে? সবার কৌতূহল ব্যাপারটা কি? ৩/৪ মিনিট পর সবুজ বাতি জলে উঠল। গাড়ি চলাচল বন্ধ হলো। কাকটি এবার রাস্তায় নেমে কি যেনো খাচ্ছে। একটু সামনে এগিয়ে দেখি হেঁটে হেঁটে কাঠবাদামের টুকরা খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর লাল বাতি জ্বলে উঠল। গাড়ি চলাচল শুরু হলো, কাকটিও রাস্তা থেকে উড়ে পার্কের কাঠবাদাম গাছ থেকে বাদাম সংগ্রহ করে লাইট পোস্টের ওপর থেকে রাস্তায় ফেলে দিল। ৩/৪ মিনিটের মধ্যে ফেলে দেওয়া বাদাম চলন্ত গাড়ির চাকায় পিষ্ট হলো। আবার সবুজ বাতি সংকেত দিল। কাকটিও নেমে গেল রাস্তায়। এই দৃশ্য অনেকেই দেখল এবং বলল, ' দি ক্রো ইজ ভেরি ক্লেভার'।

Lokman , BLK. 1024, Eunos AVE-3, Singapore

অথ রাজাকার সমাচার

আমরা প্রবাসীরা ফি-বছর হাজার হাজার কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে যতোই চাঙ্গা করতে চেষ্টা করি, ততো বেশি আমরা আক্রান্ত হই বাংলাদেশের 'সরকার' নামক স্বেচ্ছাচারীর দ্বারা। এই আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী হতে শুরু করে 'বাংলাদেশ বিমান' নামক শ্বেতহস্তি, বাংলাদেশের বিমান বন্দরগুলোর কাস্টমস্ ও পুলিশের সেপাই পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা একদিকে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাই, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং তল্পিবাহকদেরকে সাথে নিয়ে একে একে দেশ-বিদেশে লং ড্রাইভ করে বিমান এবং গাড়ির জ্বালানিখাতে তা ব্যয় করেন। 'প্রবাসীরা রাজাকার'— এই তত্ত্বের অবিষ্কারক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সবিনয়ে বলতে চাই, আমরা প্রবাসীরা ভোটার হতে না পারলেও আপনাকে অসম্মান করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। আমরা যদি রাজাকার হই তবে আপনি কে? আপনার সন্তানেরা কোথায় থাকেন? তারা কী রাজাকার? আমাদের বাবা-মা আমাদেরকে ভদ্র ও বিনয়ী হতে শিখিয়েছেন। আমি হয়তো রাজাকারের বাচ্চা (আপনার ভাষায়), আমার জাতির পিতা কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আপনি কে? কেবলই প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রিপ্রধান? দুঃখিত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে আমার বাবার অবদানটুকু মাতৃভূমিই জানে।

শাহরিয়ার হাসান শাহেদ, Jeeddah, Saudia Arabia

দেখার যেন কেউ নেই

আমাদের দেশের প্রশাসনের কোনো দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন হচ্ছে না। সবাই যার যার মত কাজ করছে, জবাবদিহিতা বলতে কিছু নেই। নকল বই বিক্রেতাদের কথাই যদি বলা হয়, তাহলে দেখতে পাওয়া যায় নকল বইয়ের কারণে প্রকাশক-লেখক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নকল বই কম দামে বিক্রি হচ্ছে প্রতিটা রেলস্টেশনের রেলওয়ে বুক স্টলগুলোতে। কিন্তু প্রতিরোধ করার মত, দেখার মত কেউ নেই। ক্রেতা কম দামে নিম্নমানের বই ক্রয় করে প্রতারিত হচ্ছে। আমরা আশা করব সাপ্তাহিক ২০০০ এ ব্যাপারে একটা প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। কারণ সাপ্তাহিক ২০০০ সব সময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করে আসছে।

মোঃ রাশেদুজ্জামান (জুয়েল)
ময়মনসিংহ-২২০০

চোর কোথায় নেই?

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সুদর্শনা, সংস্কৃতিমনা, ভদ্র, মেধাবী একজন ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করুন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার, বিসিএস (শিক্ষা বা পরিবার পরিকল্পনা বা তথ্য ক্যাডার) আর বিসিএস (কাস্টমস, পুলিশ, প্রশাসন, ট্যাক্সেশন, গণপূর্ত) ক্যাডারদের মধ্যে স্বামী হিসাবে কোন্ শ্রেণীর পাত্র পছন্দ করবে? পাত্রীর অভিভাবকদেরও জিজ্ঞাসা করুন, একই উত্তর পাবেন। উত্তরটা আমাকে নিশ্চয়ই বলতে হবে না। আসলে অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ অর্থাৎ চুরির সুযোগ যে পেশাতে যত বেশি সেই পেশাই এখন সমাজে তত মর্যাদাসম্পন্ন। আগে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বা ম্যাজিস্ট্রেট হতে চাইতেন। কিন্তু এখন কাস্টমস ক্যাডারের অফিসাররা এদের চাইতে অনেক মর্যাদাসম্পন্ন। বিশ্ববিদ্যালয় বা বিআইটি ছেড়ে যোগ দিচ্ছেন কাস্টমস বা রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে ক্যাডারে। দুর্নীতি এখন প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদাপ্রাপ্ত। আমাদের এই পরিণতির জন্য দায়ী রাজনীতিবিদরা। কারণ তারাই দেশের সমস্ত কিছুর মূল নিয়ন্ত্রক।

মনোজ ভৌমিক
৬৬১, কান্দিপাড়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

একজন অধ্যাপক, ইটিভি এবং কিছু কথা

তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ-এর কথা-বার্তা, হাবভাব, চাল-চলন কতোটা অধ্যাপকসুলভ তা নিয়ে আমি কোনো প্রশ্ন তুলবো না। কারণ একথা জানিই যে, রাজনীতির পচা কাদায় পা পড়লে ছাগল যেমন বাঘ বনে যেতে পারে, তেমনি বাঘও হয়ে যেতে পারে ছাগল। গত ৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে একজন এমপি মন্তব্য করেছেন, বিটিভির সংবাদ আজকাল কেউ দেখে না। তথ্য প্রতিমন্ত্রী নাকি নানা রকম যুক্তি দেখিয়ে তার কথা খন্ডন করেছেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী কি যুক্তি দেখিয়েছেন সেটা অবশ্য আমি জানি না, জানতে ইচ্ছেও করছে না। তবে এটা জানি, তিনি এক বর্ণও সত্যি বলেননি। বেসরকারি টিভি চ্যানেল একুশে বর্তমানে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং মানসম্পন্ন নাটক ও টিভি সিরিয়াল প্রচার করার কারণে। একুশে টিভি সম্পর্কে আবু সাইয়িদ বলেছেন, এটি স্পর্শকাতর সংবাদ পরিবেশন করে এবং সস্তা জনপ্রিয়তার দিকে ঝুঁকছে। তার এ মন্তব্য প্রসঙ্গে পরদিন ইটিভির 'আজকের পত্রিকায়' অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ফরিদ হোসেন বেশ ক্ষুব্ধ স্বরেই বললেন, রাজনীতিবিদ— বিশেষ করে সরকারি দলের রাজনীতিবিদদের প্রায়ই জ্ঞানগর্ভ কথা বলার প্রবণতা দেখা যায়। দুপুর ১২.০৫-এ প্রচারিত 'আজকের পত্রিকায়' আনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচারিত হয় বিকাল ৫.৫০-এ। এবং চরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম ৫.৫০-এ প্রচারিত 'আজকের পত্রিকায়'-এ ফরিদ হোসেনের বক্তব্যের ঐ অংশটি কেটে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার 'পেছনের ঘটনা' বুঝতে অসুবিধা হয়নি একদম।

তারিক সালমন অয়ন, ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর